বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.bkkb.gov.bd

১১/০৭/১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ২৬/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

১১/০৭/১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ২৬/১০/২০১৬ খ্রি.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
www.bkkb.gov.bd

বিষয়: ২৬ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৫তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৫তম বোর্ড সভা ২৬ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখ দুপুর ১.০০ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এর সভাপতিত্বে তাঁর সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/ কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য সচিব-কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি ১.০। গত ২৭/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, ২৭/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৪তম সভার কার্যবিবরণী সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর কোনরুপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি। তবে কার্যবিবরণীর আলোচ্য বিষয় ৫ এর সিদ্ধান্ত (১) এ উল্লিখিত অর্থবছর '২০১৭-১৮' স্থলে '২০১৬-১৭' স্থলাভিষিক্ত হবে। আর কোন সংশোধনী না থাকায় উল্লিখিত সংশোধনীসহ কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত (**Confirm**) করা হয়। অতঃপর বিগত ২৭/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ২৪তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়:

(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ১৩/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার পরামর্শ ও নির্দেশনার আলোকে দেশের খ্যাতনামা স্থপতিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির ১ম সভা ১১/১১/২০১৫, ২য় সভা ২২/০৩/২০১৬ এবং ৩য় সভা ০২/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩য় সভায় স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক পুনর্গঠিত নকশা নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও সুচিন্তিত মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট নকশা উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে বলেন যে, শীঘ্রই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময় পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে, উক্ত নকশা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রদর্শনের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে ও ব্যয়প্রাক্কলনসহ পণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রস্তুত থাকর জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করার বিষয়ে সকলে একমত প্রকাশ করেন।

মহাপরিচালক সভায় আরও জানান যে, স্থায়ীভাবে গ্যারেজ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত স্টাফবাসগুলো অফিস চত্বরে অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য গত ০২/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে ১২টি মন্ত্রণালয়/ সংস্থায় পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হলে পরিকল্পনা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর তাদের চত্বরে স্টাফবাস রাখার বিষয়ে সম্মত হয়েছে এবং অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

মহাপরিচালক এ সময় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের শেরেবাংলানগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারটি র‍্যাব-২ এর নিকট ৩০শে জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ভাড়া দেয়া ছিল। উক্ত সেন্টারটি ভাড়া নবায়ন না করে খালি করার জন্য ০৭/০২/২০১৬ ও ২৯/০২/২০১৬খ্রি. তারিখে যথাক্রমে ৪২৭ ও ৪৮৮ নং স্মারকের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাদের নিকট থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় কমিউনিটি সেন্টারটি খালি করা সম্ভব হয়নি এবং চলতি অর্থবছরের জন্য ভাড়া

নবায়নও করা হয়নি। বর্তমানে নবায়ন করা ছাড়াই উক্ত কমিউনিটি সেন্টার র‍্যাবের দখলে রয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। সর্বশেষ ১৮/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে ৬৬৭ নং স্মারকে কমিউনিটি সেন্টারটি খালি করে দেয়ার জন্য পুনরায় পত্র দেয়া হয়েছে বলেও সভায় জানানো হয়।

এ বিষেয় সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কল্যাণ ভবনের প্রকল্প অনুমোদন ও ভবন নির্মাণের কাজশুরু হতে ৬-৭ মাস সময় লেগে যেতে পারে। ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হলে শেরেবাংলানগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারের জায়গাটি বোর্ডের স্টাফ বাস রাখার জন্য প্রয়োজন হবে। সে সময় পর্যন্ত ভাড়া নবায়ন করা যেতে পারে। কমিউনিটি সেন্টারটি খালি করে দেয়ার জন্য র‍্যাব-২ কে অনুরোধ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকলে একমত প্রকাশ করেন এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: (১) নভেম্বর, ১৬ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট নকশা উপস্থাপনের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তর প্রস্তুতি রাখবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে প্রস্তাবিত কল্যাণ ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;

(৩) স্থায়ীভাবে গ্যারেজ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত স্টাফবাসগুলো অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংস্থায় পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

(৪) ভবন নির্মাণের কাজ শুরু *না হওয়া পর্যন্ত* শেরেবাংলানগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া নবায়ন করা হবে। ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে কমিউনিটি সেন্টারটি বোর্ডের স্টাফ বাস রাখার প্রয়োজনে খালি করে দেয়ার জন্য র‍্যাব-২ কে অনুরোধ করে পুনরায় পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়নে: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;
(২) প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর; এবং
(৩) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।

(খ) বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের মাধ্যমে খুলনার কমিউনিটি সেন্টারের নকশা প্রণয়নের বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তরের অনাপত্তির জন্য প্রধান কার্যালয় থেকে স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্রযোগাযোগ করা হলে স্থাপত্য অধিদপ্তর ০১/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনাপত্তির বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ না করে জানিয়েছে যে, নকশা প্রণয়নে আরও সময় প্রয়োজন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্থাপত্য অধিদপ্তর অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে নকশা প্রণয়নে অনাপত্তি দিতে আগ্রহী নয়। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সভায় উপস্থিত স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, তিনি এ বিষয়ে অবহিত নন। তিনি এ বিষয়ে খোঁজ নেবেন এবং অনাপত্তি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন।

চট্টগ্রাম ও খুলনা কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তায় আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে বোর্ডের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নকশা তৈরি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় সকলে একমত প্রকাশ করেন।

মহাপরিচালক সভায় আরও উল্লেখ করেন যে, রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার/ মেরামতের জন্য ২৬/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও গণপূর্ত অধিদপ্তর এই পর্যন্ত কাজ আরম্ভ করেনি। এ বিষয়ে সভাপতি কাজ শুরু হতে বিলম্বের কারণ কী, এ বিষয়ে কারও কোন গাফিলতি আছে কি না সে সম্পর্কে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে খতিয়ে দেখতে বলেন এবং অনতিবিলম্বে কাজ শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করেন। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহীকে এ বিষয়ে তত্ত্বাবধান করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: (১) স্থাপত্য অধিদপ্তরের অনাপত্তি নিয়ে চট্টগ্রাম ও খুলনা কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তায় আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে বোর্ডের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নকশা তৈরি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; এবং

(২) রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার/ মেরামতের কাজের কার্যাদেশ অনুযায়ী অনতিবিলম্বে কাজ শুরু করার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। কাজ শুরু করতে বিলম্বের কারণ এবং এ বিষয়ে কারও কোন গাফিলতি আছে কিনা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/ রাজশাহী/ চট্টগ্রাম বিভাগ।
(৩) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, খুলনা/ রাজশাহী/ চট্টগ্রাম ।

(গ) সোনালী ব্যাংক ও বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের কল্যাণ ভাতার কার্ডভিত্তিক হিসাব রিকনসাইল করে সমন্বয় করা প্রসঙ্গে।

মহাপরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের ২০০৬ সাল হতে ৩১/১২/২০১২ পর্যন্ত কল্যাণভাতার হিসাব রিকনসাইল সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৩ হতে ২০১৫ পর্যন্ত হিসাব রিকনসাইলের কাজ চলছে। রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ে ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সময়ের কার্ডভিত্তিক হিসাব করা হয়েছে এবং অচিরেই ব্যাংকের সাথে হিসাব রিকনসাইল করা হবে। **ঢাকা বিভাগের** কল্যাণভাতার হিসাব রিকনসাইলের বিষয়ে সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা ২১/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখের পত্রে জানিয়েছে যে, সার্ভার জনিত সমস্যার কারণে ২০০৬ হতে ২০১২ পর্যন্ত রিকনসাইল কাজে আরও সময় প্রয়োজন। ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে ১৭/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে পুনরায় পত্র দেয়া হয়েছে। **চট্টগ্রাম বিভাগ** ২০০৬ হতে ২০১২ পর্যন্ত ৫৮২২টি কার্ডের মধ্যে ৩৭০০টি কার্ডের হিসাববিবরণী প্রস্তুত করেছে তন্মধ্যে ২৮৬৩টি কার্ডের হিসাব রিকনসাইল করে দেখা যায় যে, ১১৫৫টি কার্ডের বিপরীতে ব্যাংক ও বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ সমান আছে। ৩৭৯টি কার্ডের বিপরীতে ২৫,০৫,৫৪৫.৭০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। এতে কয়েকটি শাখার ভুল রিপোর্টিং এর কারণে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে বলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২৪/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে জানিয়েছে। অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন শাখা হতে পুনরায় হিসাব সংগ্রহ করে বোর্ডকে অবহিত করবে বলে ব্যাংক জানিয়েছে। **রাজশাহী বিভাগে** সোনালী ব্যাংক, রাজশাহী কর্পোরেট শাখার বকেয়া দাবীকৃত ১৮,২৪,৩৯,৩৩৩.৩৮ টাকার বিষয়টি যাচাই করে দেখার জন্য বোর্ডের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালককে আহবায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১৭ থেকে ২৫ জুলাই, ২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত তথ্যাদি যাচাই করে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছে। প্রতিবেদন মোতাবেক ৩১/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বোর্ডের নিকট সোনালী ব্যাংকের পাওনার পরিমাণ ১৩,৫৮,১৬,৩৩৬.৬৪ টাকা।

মহাপরিচালক আরও জানান যে, তাঁর সভাপতিত্বে সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও রমনা কর্পোরেট শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে গত ১৯/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কল্যাণভাতার রিকনসাইল কাজ সম্পাদনের জন্য সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএও বরাবরে ১৭ই জুলাই, ২০১৬ তারিখে একটি পত্র দেয়া হলে সোনালী ব্যাংক এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখার এজিএমগণকে ২১শে জুলাই, ২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করে রিকনসাইল সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু কার্যত কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা বিভাগের কল্যাণ ভাতার রিকনসাইলের কাজটি এখনো সম্পন্ন হয়নি মর্মে মহাপরিচালক উল্লেখ করে সভায় জানান যে, জুলাই, ২০১৬ মাসে একটি সভা আহবান করে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট এজিএম এবং কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় উপপরিচালকগণকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানালেও তারা সভা আহবান করেনি।

এ বিষয়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এ ধরনের সভা কল্যাণ বোর্ড এর পক্ষ থেকে আহবান করে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার এজিএমগণকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। একইসাথে তিনি ১ মাসের মধ্যে রিকনসাইনলের কাজ শেষ করতে পরামর্শ দেন এবং পরবর্তী বোর্ড সভায় সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধিকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতেও পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত : (১) বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে ২০০৬ সন থেকে ২০১৫ পর্যন্ত হিসাব রিকনসাইল কাজ ১ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করবেন;
(২) রিকনসাইলের কাজ দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে মহাপরিচালক একটি সভা আহবান করে উক্ত সভায় সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট এজিএম এবং সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাবেন; এবং
(৩) সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধিকে আগামী বোর্ড সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

বাস্তবায়নে: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) উপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়(সকল)।

(ঘ) মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের হল রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং সংস্কার কাজ প্রসংগে।

মহাপরিচালক জানান যে, মতিঝিলস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ ০৪/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে তিনি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) ও সংস্কার কাজের ঠিকাদার পরিদর্শনকালে নিশ্চিত করেন যে, অক্টোবর মাসের মধ্যে সংস্কার কাজ শেষ করে কমিউনিটি সেন্টারটি বোর্ডের নিকট বুঝিয়ে দেবেন। তবে কমিউনিটি সেন্টারের প্রবেশ মুখে বারান্দা ও করিডোরের দেয়ালের কিছু অংশে পুরাতন টাইলস থেকে যাওয়ায় সেন্টারটি দৃষ্টিনন্দন করার নিমিত্ত এসব স্থানের পুরাতন টাইলস পরিবর্তন করে মার্বেল পাথর বসানো প্রয়োজন বলে মহাপরিচালক অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, কমিউনিটি সেন্টারের নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে এর সীমানা প্রাচীরের ভাঙ্গা অংশ পুনর্নির্মাণ করা প্রয়োজন, রান্নাঘরে যাতায়াতের জন্য কমিউনিটি সেন্টারের পূর্ব পাশের দেয়াল ঘেঁষে একটি রাস্তা ও গেট নির্মাণ, নতুন স্থাপিত বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের জন্য গেট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কিছু অতিরক্তি কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যা মূল প্রাক্কলনে উল্লেখ ছিল না। এসব কাজের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর একটি পৃথক প্রাক্কলন প্রণয়ন করছে বলে মহাপরিচালক সভায় অবহতি করনে। সভাপতি কমিউনিটি সেন্টারের নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে এর সীমানা প্রাচীরের ভাঙ্গা অংশ পুনর্নির্মাণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, বারাদ্দায় কিছু অংশে মার্বেল পাথর এবং কিছু অংশে পুরাতন টাইলস থাকলে তা বেমানান দেখাবে এবং সংস্কার কাজ নিয়ে পরবর্তী কালে প্রশ্নের সৃষ্টি হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থের প্রাক্কলন গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহ করে দ্রুত সংস্কার কাজ শেষ করার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিনিধি এ পর্যায়ে উল্লেখ করেন যে এ কাজের জন্য প্রায় ১২.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: মতিঝিলস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারটির প্রবেশ মুখে বারাদ্দা ও করিডোরের দেয়ালের পুরাতন টাইলস পরিবর্তন করে মার্বেল পাথর স্থাপন, কমিউনিটি সেন্টারের নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে এর সীমানা প্রাচীরের ভাঙ্গা অংশ পুনর্নির্মাণ, রান্নাঘরে যাতায়াতের জন্য রাস্তা ও গেট নির্মাণ, নতুন স্থাপিত বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের জন্য গেট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং ***সংস্কার কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।***

বাস্তবায়নে: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ডিভিশন-১, ঢাকা।

(ঙ) কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধিকরণ।

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, সরকরী কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থবিভাগ থেকে ২০/০৩/২০১৬খ্রি. তারিখে প্রেরিত পত্রের জবাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা হতে ২৮/০৪/২০১৬খ্রি. তারিখে অর্থবিভাগে প্রেরণ করা হয়। এ প্রস্তাবে অর্থবিভাগ সম্মতি প্রদান করে। জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ কর্মচারীগণের বেতনভাতাদি প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়ামের প্রস্তাবিত হার এবং একইসাথে কল্যাণ তহবিল থেকে প্রদেয় সুবিধাদি ও যৌথবীমার এককালীন অনুদান ১০০% বৃদ্ধির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় প্রস্তাব প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করলে উক্ত পরামর্শের আলোকে কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ৫০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা (বর্তমান পরিমাণ থেকে ২০০% বৃদ্ধি), যৌথবীমার প্রিমিয়াম ৪০ টাকা থেকে ১০০ টাকা (বর্তমান পরিমাণ থেকে ১৫০% বৃদ্ধি) এবং কল্যাণ তহবিল থেকে প্রদেয় আর্থিক অনুদান ও যৌথবীমার এককালীন অনুদান বর্তমান হার থেকে ১০০% বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা থেকে ২২শে আগস্ট, ২০১৬ তারিখে অর্থবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থবিভাগের প্রতিনিধি সভায় উল্লেখ করেন যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের বিষয়ে অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের জন্য একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে নথিটি অর্থসচিব মহোদয়ের টেবিলে আছে। তিনি বিদেশ থেকে ফিরলে নথিটি অর্থমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হবে।

মহাপরিচালক সভায় আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধনের জন্য একটি প্রস্তাব ১৭/১২/২০১৫

খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৫ই জুন, ২০১৬ তারিখরে চাহিদা মতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধনের লক্ষ্যে একটি প্রজ্ঞাপনের খসড়া ২৫/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুবিভাগে ১৮/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় কল্যাণ বোর্ডের আইনটি আগে সংশোধন করে অতঃপর বিধি সংশোধনের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইন সংশোধনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: (১) সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থবিভাগ থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করতে হবে; এবং

(২) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ সংশোধনের বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: (১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

(২) যুগ্ম সচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

(চ) স্টাফবাস কর্মসূচির বিভিন্ন শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত।

মহাপরিচালক সভায় অবহিত করনে যে, অর্থবিভাগের আউট সোসিং নীতিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচির অস্থায়ী ও অনিয়মিত জনবল নিয়োগের জন্য ২৪/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন (এসএসসি পাশ ও হেভি লাইসেন্সধারী) গাড়ীচালক পদের জন্য আবেদন পাওয়া যায়নি। আউট সোর্সিং সংক্রান্ত নীতিমালার সেবা গ্রহণের শর্ত ৭ এর 'ঙ' তে বলা আছে, ''ড্রাইভারের সেবা আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে গ্রহণের ক্ষেত্রে গাড়ীসহ ড্রাইভারের সেবা গ্রহণকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে''। সভায় মহাপরিচালক জানান যে, আউট সোসিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ড্রাইভার দ্বারা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব গাড়ী পরিচালনা করা হলে অল্প সময়ে গাড়ীগুলো নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে গাড়ীচালকসহ অন্যান্য পদে সরাসরি নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় স্টাফবাসের সেবা নিশ্চিত করার স্বার্থে স্টাফবাস কর্মসূচিতে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ন্যায় ড্রাইভার পদে সরাসরি নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রসংগে বিআরটিসি এর চেয়ারম্যান সভায় অবহিত করেন যে, বিআরটিসিতে আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী দু'বছর ধরে কয়েকবার বিজ্ঞপ্তি জারি করেও এসএসসি পাশ ও হেভি লাইসেন্সধারী গাড়ীচালক পদে প্রার্থী না পাওয়ায় নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বিআরটিএ হেভি লাইসেন্স প্রদান বন্ধ রাখায় আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, আউট সোর্সিং নীতিমালার ব্যতয় ঘটিয়ে এ ধরনের অনুমতি প্রদান করা হলে তা নিয়মে পরিণত হতে পারে যা সমীচীন হবে না। বরং অর্থবিভাগের "আউট সোর্সিং (Out Sourcing) এর মাধ্যমে "সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০৮" - এ ড্রাইভার নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতায় কঠোর শর্ত থাকলে তা সংশোধনের জন্য অর্থবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে। অর্থবিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, এ সংক্রান্ত সংশোধনীর প্রস্তাব পেলে অর্থবিভাগ উক্ত নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নিতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে অর্থবিভাগের "আউট সোর্সিং (Out Sourcing) এর মাধ্যমে "সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০৮" সংশোধনের জন্য অর্থবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচিতে ড্রাইভার নিয়োগ দানের জন্য অর্থবিভাগ থেকে জারিকৃত "আউট সোর্সিং (Out Sourcing) *এর মাধ্যমে "সেবা গ্রহণ নীতিমালা,* ২০০৮" এ উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা শিথিল করার বিষয়ে প্রস্তাব অর্থবিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ছ) সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে কোন কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত আর্থিক সহায়তা প্রদানের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ।

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হয়ে ১১,৮১,০০০ (এগার লক্ষ একাশি হাজার) টাকা ব্যয় করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা চেয়ে একটি আবেদন করেছেন। এ সংক্রান্ত এটি প্রথম আবেদন বিধায় আবেদনকারীর অনুকূলে অর্থ সহায়তা প্রদানের জন্য বোর্ডের নিকট সরাসরি উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, আবেদনকারীর অনুকুলে অর্থ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অর্থ মঞ্জুরির সুপারিশ করার লক্ষ্যে একটি উপকমিটি থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে একটি উপকমিটি গঠন করার বিষয়ে সকলে একমত প্রকাশ করেন এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: সিভিল প্রশাসনে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণের সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অর্থ মঞ্জুরির সুপারিশ করার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি উপকমিটি গঠন করা হয়:

১.	*মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।*	-	সভাপতি
২.	*জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম সচিব)*	-	সদস্য
৩.	*লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম সচিব)*	-	সদস্য
৪.	*অর্থবিভাগের একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম সচিব)*	-	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি: (১) সিভিল প্রশাসনে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণের সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা; এবং

(২) বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য অর্থ মঞ্জুরির সুপারিশ করা।

বাস্তবায়নে: *মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।*

(জ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনিয়মিত ও অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মচারীদের চাকুরি বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তি।

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৩০৯০/২০১৫ নং রিট মামলা চলন্ত অবস্থায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২১০টি অনিয়মিত ও অস্থায়ী পদ স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে কি না সে বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (কল্যাণ শাখা) হতে ০৯/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে ৮৮৮ নং স্মারকে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় থেকে অদ্যাবধি কোন মতামত পাওয়া যায়নি। তবে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির জন্য স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীগণ কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৩০৯০/২০১৫ নং রিট মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় ১৫ই জুন, ২০১৬ তারিখে ঘোষিত হয়েছে। উক্ত রায়ের নির্দেশনা এই যে, "the respondents are directed to consider the same *i.e.* regularization /absorption of the services of the petitioners into the revenue set-up in accordance with the guidelines given in **17 BLC (AD) 91** as soon as possible and without further delay.

17 BLC (AD) 91 এর নির্দেশনাসমূহ উল্লিখিত রায়ের মধ্যেই বর্ণিত হয়েছে। উক্ত নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নির্ধারিত পদে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, সন্তোষজনক চাকুরিকাল, মাসিকভিত্তিতে বেতন পরিশোধ, নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ, ইত্যাদি শর্তাবলীর কথা বলা হয়েছে। স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীগণ ১৯৯৮ সালের চাকুরি

নীতিমালা অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত। উক্ত কর্মচারীদের চাকুরির শর্তাবলি ও আদালতের নির্দেশনা সঙ্গতিপূর্ণ বিধায় মামলার রায়ের আলোকে স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন মর্মে মহাপরিচালক অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, আদালতের উক্ত পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের পূর্বে সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে মতামত প্রদানের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্পের কর্মচারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট সংস্থার চাকরি প্রবিধান/বিধি/নীতিমালার পরিপন্থি না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। তাই আদালতের নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণ অনুসরণ করতে হলে এ বিষয়টি ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সভার সকল সদস্য তাঁর এই মতামতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং সভায় আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৩০৯০/২০১৫ নং রিট মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণ ও অভিমত অনুযায়ী স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, সন্তোষজনক চাকরিকাল, পেশার দক্ষতা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে তাদেরকে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: **মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।**

আলোচ্যসূচি ২.০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ভূতাপেক্ষ অনুমোদন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সভায় ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয় মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, ২৫তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠানে বিলম্ব হওয়ায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ২১ বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট ইতোমধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত ২০২.৫২ কোটি টাকার বাজেট ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সকলে একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত: **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত ২০০.৫২ কোটি টাকার বাজেট ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হয়।**

বাস্তবায়নে: **মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।**

আলোচ্যসূচি ৩.০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদসমূহ সংরক্ষণ।

মহাপরিচালক জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচির ১৬৩টি এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি পদসহ মোট ২১০টি পদ বছরভিত্তিক সংরক্ষণ (Retention) করা হয়ে থাকে। ২২ তম বোর্ড সভায় উক্ত পদসমূহ ৩০শে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সংরক্ষণের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল। স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উক্ত ২১০টি পদ ৩০শে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর স্টাফবাস কর্মসূচীর ১৬৩ টি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭ টিসহ মোট ২১০টি পদ ১ জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সংরক্ষণের (Retention) প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।**

বাস্তবায়নে: **মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।**

আলোচ্যসূচি ৪.০। <u>স্টাফবাস কর্মসূচীতে ৪টি নতুন এসি মিনিবাস ক্রয়ের অনুমোদন।</u>

মহাপরিচালক সকলকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি টাকায় অন্তত ২৫টি নতুন বাস ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তিনি জানান যে, স্টাফবাস কর্মসূচিতে সর্বশেষ ২০১৩-১৪ সালে ১৪টি বাস প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড হতে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরাসরি ক্রয় করা হয়। কিন্তু উক্ত গাড়িগুলোতে আসন ব্যবস্থা ও গাড়ির বডি অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় এবং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বার বার পত্র যোগাযোগ করা সত্বেও প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ হতে কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়া নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ওটিএম পদ্ধতিতে গাড়ি কেনা সমীচীন। এ লক্ষ্যে স্থানীয় বাজার দর যাচাই করে দেখা যায় যে, ৫২ সিটের বড় বাসের বাজার মূল্যসীমা ৩৫ থেকে ৩৭ লাখ টাকা এবং মিনিবাসের বাজার মূল্যসীমা ৩০ থেকে ৩১ লাখ টাকা যা অর্থবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিনিবাসে যাতায়াতকারী কর্মকর্তাগণের এসি বাসের চাহিদা দীর্ঘদিনের। কিন্তু অর্থবিভাগের সার্কুলারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের কোন নির্ধারিত ক্রয় মূল্যসীমা উল্লেখ নেই। স্থানীয় বাজার দর যাচাই করে দেখা গেছে যে, এসি মিনিবাসের বাজার দরসীমা ৩৭ হতে ৩৮ লাখ টাকা।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিনিবাস ক্রয়ে মূল্যসীমা নির্ধারণের জন্য অর্থবিভাগে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে মর্মে সকলে একমত হন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর স্টাফবাস কর্মসূচীতে নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিনিবাস ক্রয়ের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের ক্রয় মূল্যসীমা নির্ধারণের জন্য অর্থবিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: **মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।**

আলোচ্যসূচি ৫.০। স্টাফবাস কর্মসূচির অকেজো ঘোষিত ১১টি গাড়ির মধ্যে ২টি গাড়ির নিলাম মূল্য <u>অনুমোদন।</u>

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক এর সভাপতিত্বে গত ২৪/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্টাফবাস কর্মসূচির অকেজো ঘোষিত ১১টি গাড়ি নিলামে বিক্রির জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইটসহ ২ টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। মাত্র ২টি গাড়ির (ঢাকা-চ-২০১৭ ইসুজু মাইক্রোবাস এবং স-১১-০০৪৯(৪৬) টাটা টিসি বড় বাস) প্রাপ্ত দর (যথাক্রমে ৪৫,১০০/- এবং ৩,০৫,০০০/-) বিআরটিএ কর্তৃক নির্ধারিত সংরক্ষিত মূল্যের (যথাক্রমে ৪৫,০০০/- এবং ৩,০০,০০০/-) চেয়ে বেশি। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পুরাতন মোটরযান অকেজো ঘোষণা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী পুরাতন ও অকেজো ঘোষিত মোটরযান এর জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত দর বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হবে।

২ টি গাড়ির নিলাম মূল্য বিআরটিএ কর্তৃক নির্ধারিত সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি হওয়ায় উক্ত দর অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত: **স্টাফবাস কর্মসূচির অকেজো ঘোষিত ২টি গাড়ির প্রাপ্ত নিলাম মূল্য সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।**

বাস্তবায়নে: **মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।**

আলোচ্যসূচি ৬.০। কল্যাণ বোর্ডের ৩টি সেবা "কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান <u>একীভূতকরণ" সংক্রান্ত ইনোভেশন উদ্যোগ অনুমোদন।</u>

মহাপরিচালক জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রজাতন্ত্রের সিভিল প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মচারী ও তাঁর পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের জন্য প্রদেয় অনুদানের মধ্যে কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমার এককালীন অনুদান ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান অন্যতম। বিদ্যমান নিয়মে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের দু'জন পরিচালকের অধীন এই ৩টি অনুদানের কার্যক্রম পৃথকভাবে নিষ্পত্তি হওয়ায় একই ব্যক্তির ৩টি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। কোন কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে উক্ত ৩টি অনুদানই প্রাপ্য হন এবং অবসরপ্রাপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কল্যাণভাতা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

অনুদান প্রাপ্য হন। কল্যাণ বোর্ডের ২ জন পরিচালকের অধীন ৩টি অনুদানের জন্য আবেদন নিষ্পত্তি হওয়ায় একটির সাথে আরেকটি আবেদন নিষ্পত্তির বিষয়ে ট্র্যাক রাখা যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের এক জন পরিচালকের অধীন উক্ত ৩টি অনুদানের আবেদন একসাথে নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যেহেতু ৩টি আবেদনের ক্ষেত্রেই একই কাগজপত্র দাখিল করতে হয় সেহেতু একসেট কাগজপত্র আবদনের সাথে সংযুক্ত করে একজন আবেদনকারী ৩টি অনুদানের জন্য ৩টি পৃথক আবেদন ৩টি অগ্রায়ন প্রত্রের মাধ্যমে প্রেরণের পরিবর্তে ১টি ফরম ব্যবহার করে আবেদন দাখিল করতে পারবেন। নতুন ব্যবস্থায় ফরমে অফিস প্রধানের প্রত্যয়নের স্থানে স্মারক নম্বর দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে, এ জন্য কোন ফরওয়ার্ডিং লেটারের প্রয়োজন হবে না। মহাপরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, এই প্রস্তাব অনুমোদতি হলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) এবং পরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা) এর পদনাম সংশোধন করা প্রয়োজন হবে। সে ক্ষেত্রে নতুন পদনাম পরিচালক (প্রশাসন) এবং পরিচালক (উন্নয়ন) করা যেতে পারে। পরিচালক (প্রশাসন) এর আওতায় সাধারণ কর্মী ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, বাজেট, কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমা, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান, ইত্যাদি এবং উন্নয়ন প্রকৃতির কার্যক্রম, যেমন: কল্যাণ ভবন নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা, ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার, মহিলা করিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষাবৃত্তি, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, স্টাফবাস কর্মসূচি, ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালক (উন্নয়ন) এর আওতায় পরিচালিত হতে পারে। একইভাবে উপপরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) এবং উপপরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা) এর পদনাম যথাক্রমে উপপরিচালক (প্রশাসন) এবং উপপরিচালক (উন্নয়ন) রাখা যেতে পারে।

সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সেবাপ্রার্থীর ভোগান্তি দূরীকরণার্থে সেবাপদ্ধতি সহজীকরণ করে উল্লিখিত ৩টি অনুদান একসাথে অনুমোদন প্রদান যুক্তিসংগত ও সময়োপযোগী বলে সকলে একমত প্রকাশ করেন। তবে উপস্থাপিত ফরমটি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: *(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মাসিক কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান-এই তিনটি সেবা একীভূত করে একজন পরিচালকের অধীন নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে;*

(২) উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত (১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) এবং পরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা) এর পদনাম সংশোধন করে যথাক্রমে পরিচালক (প্রশাসন) এবং পরিচালক (উন্নয়ন) হিসেবে নতুন নামকরণ করার অনুমোদন প্রদান করা হয়; পরিচালক (প্রশাসন) এর অধীন সাধারণ কর্মী ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, বাজেট, মাসিক কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমা, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান, সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান, ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হবে; পরিচালক (উন্নয়ন) এর অধীন কল্যাণ ভবন নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা, ক্লাব/ কমিউনিটি সেন্টার এবং মহিলা করিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষাবৃত্তি, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও স্টাফবাস কর্মসূচি, ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

(৩) একইভাবে উপপরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) এবং উপপরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা) এর পদনাম উপপরিচালক (প্রশাসন) এবং উপপরিচালক (উন্নয়ন) হিসেবে নতুন নামকরণে অনুমোদন প্রদান করা হয়; এবং

(৪) প্রস্তাবিত ফরমটি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সহজ করে সভাপতির নিকট পৃথকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৭.০। **ঢাকা ও রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া পুনর্নির্ধারণ।**

মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, ঢাকার মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার এবং রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টারটি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংস্কার, শীতাতপ যন্ত্র সংযোজনসহ নতুন জেনারেটর সাব ষ্টেশন স্থাপন করে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। উভয় কমিউনিটি সেন্টারের দৈনিক ভাড়া ছিল সর্বসাধারণের জন্য ৬,৫০০ এবং কর্মচারীদের জন্য ৩,৫০০ টাকা। ভৌত সুবিধাদি উৎকর্ষের কারণে সংস্কারকৃত কমিউনিটি সেন্টার দু'টির ভাড়া পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ঢাকা মহানগরী ও রাজশাহীর বিভিন্ন বেসরকারি কমিউনিটি সেন্টারের তুলনামূলক ভাড়া নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয় এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার এবং রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টারের আধুনিক সুবিধাদি এবং অন্যান্য কমিউনিটি সেন্টারের সুবিধা তুলনা করে ভাড়াবৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারকে আহবায়ক করে নিম্নরূপে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়:

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী

২। পরিচালক (উন্নয়ন)/উপপরিচালক বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা বিভাগ-১/রাজশাহী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।

মতিঝিল কমিউনিটি সেন্টার এবং রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীন কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া পুনর্নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ডিসেম্বর, ১৬ এর মধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নে: **(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।**
(২) বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা/ রাজশাহী।

আলোচ্যসূচি ৮.০। বোর্ডের দিলকুশাস্থ জমি হতে বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুসল্লিদের যাতায়াতের লক্ষ্যে নির্মিত রাস্তার জন্য ব্যবহৃত জমির দখল গ্রহণ প্রসংগে।

মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, ১৯৮৮ সালে বায়তুল মোকাররমের মসজিদে মুসুল্লিদের যাতায়াতের জন্য তৎকালীন রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে বায়তুল মোকাররমের পূর্ব দিকের গেট হতে রাজউক এর রাস্তা পর্যন্ত নতুন সংযোগ সড়কটি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জমির ওপর নির্মিত হয়। রাস্তাটি ব্যবহারের বিষয়ে ০৯/০৭/১৯৯৫ খ্রি. তারিখে সাবেক সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ''বায়তুল মোকাররম মসজিদের জন্য কল্যাণ তহবিলের ৭.১৩ কাঠা জমির উপর নির্মিত রাস্তাটির মালিকানা কল্যাণ তহবিলের অনুকূলে থাকিবে। রাস্তাটি কল্যাণ তহবিল ভবন এবং বায়তুল মোকাররমের মুসল্লিগণ যৌথভাবে ব্যবহার করিবেন।''

বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুসল্লিগণ এবং কল্যাণ ভবনে (প্রস্তাবিত) যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাটি নির্মিত হলেও কয়েক বছর থেকে রাস্তাটি বন্ধ রয়েছে। পূর্ব পাশে লোহার তৈরি বড় গেটটিতে কে বা কারা তালা লাগিয়েছে। এতে উক্ত রাস্তাটি মুসল্লিগণ ব্যবহার করতে পারছেন না। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের মুসল্লিগণ যাতায়াত না করায় পরিত্যক্ত রাস্তাটি এখন আবর্জনার ভাগাড়ে এবং অসামাজিক কার্যকলাপের একটি আস্তানায় পরিণত হয়েছে।

রাস্তা নির্মাণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হওয়ায় বিগত ০৪/০৯/২০০৬ ও ০৬/০৩/২০০৭ খ্রি. তারিখে পত্রের মাধ্যমে কল্যাণ তহবিলের ৭.১৩ কাঠা জায়গা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর নিকট ফেরত প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা-কে অনুরোধ করা হলেও এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে মহাপরিচালক আরও উল্লেখ্য করেন যে, বোর্ডের প্রস্তাবিত ৩০ তলা কল্যাণ ভবন নির্মাণের পুনর্গঠিত ডিপিপি তৈরির কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে। এমতাবস্থায়, ভবন নির্মাণের কাজে ও বর্তমানে স্টাফ বাসের যাতায়াতে ব্যবহারের জন্য জায়গাটি বোর্ডের প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সাথে আলোচনা না করে রাস্তার জন্য ব্যবহৃত কল্যাণ বোর্ডের ৭.১৩ কাঠা জমি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দখলে নেয়া সমীচীন হবে না বলে সভায় সকলে একমত প্রকাশ করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাথে একটি সভা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত: *৬, দিলকুশাস্থ বোর্ডের মালিকানাধীন ৭.১৩ কাঠা জমিতে বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুসল্লিদের যাতায়াতের জন্য নির্মিত রাস্তাটি বোর্ডের নিকট ফেরত প্রদানের বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সাথে আলোচনা* করে মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৯.০। **বিবিধ:**

(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুমোদন।

সময়াভাবে এই বিষয়ে কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় নি। তবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ তে যেহেতু সরকারের পূর্বানুমতি নেয়ার কথা বলা আছে সেহেতু সরকারের পূর্বানুমতি নেয়ার জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচার)) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর সংশোধনী প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে অতঃপর বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।

(খ) অন্যান্য দেশের কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের শিক্ষা সফরে প্রেরণ সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক পরিশেষে সভায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রজাতন্ত্রের সিভিল প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মচারী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ের দাবীতে উক্ত কল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তালমিলিয়ে কর্মচারীগণের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কল্যাণ বোর্ডের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বোর্ড থেকে বিদেশে শিক্ষাসফরে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়নি। সেজন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশেষত বাংলাদেশের নিকটবর্তী দেশসমূহে সরকারি কর্মচারীদের জন্য কী ধরনের কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা পরিদর্শন করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে এক বা একাধিক প্রতিনিধিদলকে নিকটবর্তী দেশসমূহে অর্থাৎ ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, ভিয়েতনাম, ইত্যাদি দেশে শিক্ষাসফরে প্রেরণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন মর্মে মহাপরিচালক অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন যে, এই শিক্ষা সফরের ব্যয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ভ্রমণ ব্যয় খাত (কোড নং ৪৮০১) থেকে নির্বাহ করা সম্ভব হবে। এই লক্ষ্যে উক্ত বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে উল্লেখ করে মহাপরিচালক এই বিষয়ে অনুমোদন প্রদানের জন্য সকলকে আহবান জানান। নিম্ন-মধ্যম আয়/ মধ্যম আয়ের দেশের কর্মচারী কল্যাণে গৃহীত সরকারি কর্মসূচি সরজমিন পরিদর্শন করে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের সিভিল প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীগণের জন্য অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের এক বা একাধিক প্রতিনিধিদলকে শিক্ষাসফরে প্রেরণের অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সকলে একমত প্রকাশ করেন এবং সভায় এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত: নিম্ন-মধ্যম আয়/ মধ্যম আয়ের দেশের কর্মচারী কল্যাণে গৃহীত সরকারি কর্মসূচি সরজমিন পরিদর্শন করে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের সিভিল প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীগণের জন্য অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের এক বা একাধিক প্রতিনিধিদলকে নিকটবর্তী দেশসমূহে অর্থাৎ ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, ভিয়েতনাম, ইত্যাদি দেশে শিক্ষাসফরে প্রেরণের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নে: **মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।**

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।